"মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্র হওয়ার জন্য নিজের স্বধর্মতে থাকো আর অশরীরী হয়ে এক বাবাকে স্মরণ করো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বিধিতে নতুন স্টুডেন্টদের উপরে জ্ঞানের রঙ লাগতে পারে?

*উত্তরঃ - তাদেরকে সবার প্রথমে সাতদিনের ভাট্টিতে বসাও। নিয়ম হলো - যখন কেউ আসে তখন তাকে দিয়ে ফর্ম ভরাও। আগে সাত দিনের ভাট্টিতে থাকবে, তবেই সম্পূর্ণ রঙ লাগবে। তোমরা ভ্রমরীরা জ্ঞানের ভুঁ-ভুঁ করে নিজের সমান তৈরী করছো। তোমরা জানো যে - এখন দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগছে। যারা এই পরিবারের আত্মা হবে, তারা মহা-রোগী থেকে নিরোগী হওয়ার পুরুষার্থে লেগে পড়বে।

*গীতঃ- জলসা ঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা, বহ্নিশিখার পুড়ে মরা তাহাতেই লিখা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদেরকে তো ওম্ শান্তির অর্থ বোঝানো হয়েছে। ওম্ অর্থাৎ অহম্। অহম্ কে? আত্মা আর আমার শরীর কর্মেন্দ্রিয়। আত্মার স্বধর্ম হলই শান্ত। আত্মা কার সন্তান? বলবে পরমপিতা পরমাত্মার। তিনিও হলেন সাইলেন্স। আত্মারা সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড শান্তিধামে থাকে। পুনরায় পার্ট প্লে করার জন্য টকি ওয়ার্ল্ডে আসতে হয়। এখন অসীম জগতের বাবা বলছেন - হে বাচ্চারা, নিজের স্বধর্মতে থাকো। অশরীরী হয়ে বসো। বাবাকে স্মরণ করো। এই বাবাকে বহ্নিশিখাও বলা হয়। এখন এটা হলো পতিত মানুষের জলসাঘর। এইসময় এই দুনিয়া হলো পতিত। সকল মানুষ মাত্রই পতিত। বোঝানো হয়েছে - সত্যযুগে ভারত পবিত্র ছিল। গৃহস্থ ধর্ম বলা হয়, যাকে সুখধাম বলা হয়। ভারত পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। এটা হলো দুঃখ ধাম। এই চক্র পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। এখন এটা হল কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ, এখনই এই পতিত মনুষ্য-সৃষ্টিতে বাবাকে আসতে হয় - পতিত মনুষ্য সৃষ্টিকে পবিত্র বানাতে। বাবা রচয়িতাই পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়াতে পরিণত করেন, যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। সকল ভক্তের ভগবান হলেন এক। তো বাবা বলছেন - আমাকেও পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে আসতে হয়। পরমধাম থেকে একবারই আসি - ভারতকে পাবন দৈবীরাজ্য বানাতে। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফীকে কেউ জানে না, কেননা সবাই হল নাস্তিক। একজনও আস্তিক পূণ্য মানুষ নেই। বাবাকে না জানার কারণে অনাথ হয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। ঘরে-ঘরে কতোইনা অশান্তি! সত্যযুগ আদিতে ওয়ান অলমাইটি অথোরিটি দেবী-দেবতা রাজ্য ছিল, সুখধাম ছিল, পুনরায় দুঃখধাম কিকরে হয়েছে - এটা কেউ জানে না।

জ্ঞান হলো ব্রহ্মার দিন। ভক্তি হলো ব্রহ্মার রাত। সন্ন্যাসীরা বলে - জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য। বাস্তবে তারা তো বাড়ি-ঘর ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়। বৈরাগ্য এসে যায়। তাদের হলো রজোগুণী সন্ন্যাস, এটা হলো তোমাদের সতোপ্রধান সন্ন্যাস। এই পাপ আত্মাদের দুনিয়াতে একজনও পূণ্যাত্মা নেই। তো এই সম্পূর্ণ খেলাটি ভারতেই হয়। ভারতে সোনার পাখি ছিল। ভারতে সোনা আর হীরে বিপুল পরিমাণে ছিল। হীরে-জহরত খচিত সোনার মহল ছিল। এখন তো ভারত কড়ি-র মতো হয়ে গেছে। পুনরায় বাবা-ই এই ভারতকে হীরের মতো বানিয়ে তোলেন। তোমরা জানো - আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। এখন এই বাবা পতিতদের জলসাঘরে এসেছেন। সাধারণ মানুষ মনে করে - পতিত-পাবনী হলো গঙ্গা, সেখানে স্নান করতে যায়। তথাপি কেউ পাপ আত্মা থেকে পূণ্যাত্মা হয় না। তবুও প্রতি বছর গিয়ে গঙ্গাস্নান করে। এই সময় কেউ পাবন নেই। যতক্ষণ পাবন বানানোর জন্য বাবা না আসেন ততক্ষণ কেউ পাবন হতে পারে না। পাবন বানান গীতার ভগবান। সকল আত্মাদের বাবা এই ভগবান তো হলেন এক। এমন নয় যে সকল ভক্তই হল ভগবান বা ভগবান হলেন সর্বব্যাপী। এই কথাতে ভগবানের গ্লানি করেছে, এইজন্য যদা যদাহি... এটা ভারতের জন্যই গাওয়া হয়ে থাকে। যে বাবা এসে ভারতকে হিরের মতো তৈরী করছেন তাঁর কতোইনা নিন্দা করে।

ঋষি-মুণিরা আবার বলেন যে - রচয়িতা আর রচনা হল অনন্ত অথবা ন ইতি-ন ইতি, আমরা জানি না। আজকালকার মানুষ আবার বলে দেয় যে ভগবান হলেন সর্বব্যাপী। বাবা বলছেন - এইরকম যখন হবে তখন আমি এসে পাপ আত্মা থেকে পূণ্যাত্মা, দেবতা বানাই। সকলের সদ্গতি দাতা হলেন এক। তিনিই এসে পতিত থেকে পাবন বানিয়ে যোগ্য উত্তরাধিকারী তৈরী করেন। বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। লৌকিক বাবার থেকে প্রাপ্ত হয় অল্পদিনের উত্তরাধিকার। অসীম জগতের বাবা বলছেন - আমি তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য পবিত্রতা, শান্তি আর সুখের উত্তরাধিকার প্রদান করছি, যেটা লৌকিক বাবা দিতে পারবেন না। তিনি হলেন বাবাও, শিক্ষকও, আবার জ্ঞানের

সাগরও। বাবার মহিমা হল অত্যন্ত উঁচু, তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। এটা হল মনুষ্য সৃষ্টির ভ্যারাইটি বৃক্ষ। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম হলো সত্যযুগের। তার থেকে আবার অন্যান্য ধর্ম ইমার্জ হয়। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ ধর্মের হয়েছো। এর আগে তোমরা শূদ্র ধর্মের ছিলে। এখন ব্রাহ্মণ থেকে পুনরায় দেবতা তথা ক্ষত্রিয় হবে। এই ৮৪র চক্র লাগাতেই হয়। সত্যযুগেও সবার প্রথমে তোমরা আসবে। গাওয়াও হয়ে থাকে - আত্মা-পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল। গীতেও শুনেছো - চারিদিকে তীর্থযাত্রা করেছো তথাপি দূরেই থেকে গেছো অর্থাৎ বাবার সাথে মিলিত হতে পারোনি।

এখন হল রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্য হল ডিটি (দৈবী) রাজ্য। সাধারণ মানুষ তো মনে করে - স্বর্গ-নরক এখানেই আছে। কিন্তু এইরকম হতে পারে না। মানুষ মারা গেলে তো বলে যে স্বর্গবাসী হয়েছে, তাহলে অবশ্যই নরকে ছিল। তাহলে অবশ্যই পুনর্জন্ম নরকেই নিতে হবে। মানুষের মৎ তো অনেক। প্রত্যেকেরই মত আলাদা-আলাদা। অনেক প্রকারে দ্বৈত মৎ আছে। অর্ধেক কল্প ভারতে দৈবী মৎ থাকে। এখন হল আসুরিক মৎ। ভারতবাসী যে ভগবানকে স্মরণ করে, সেই পারলৌকিক বাবাকে তো জানতে হবে তাই না। এখন ভারত কড়ির মতো হয়ে গেছে। এই ভারতকে হিরের মতো বানাতে হবে। গান্ধী অথবা নেহেরুও চেয়েছিলেন - ভারতে ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথোরিটি রামরাজ্য হবে। মনে করে - কোনও সময় ভারতে ছিল, এখন নেই এইজন্য রামরাজ্যের কামনা করে। কিন্তু এটা কোনও মানুষের হাতে নেই। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। নিরাকার আত্মারা হল পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। ব্রহ্মাও শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন। ইনিও ভাই হয়ে গেলেন। বাচ্চারা সবাই হল ভাই-ভাই তো অবশ্যই সকল আত্মাদের পিতা হলেন এক। এখন তোমরা ব্রহ্মার মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন হয়েছো। ঠাকুর্দার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ঠাকুর্দার উত্তরাধিকারের উপর সকল আত্মাদের অধিকার থাকে। তা সেই আত্মা স্ত্রীর বা পুরুষের, যেকোনও শরীরে থাকুক না কেন। লৌকিক ঠাকুর্দার উত্তরাধিকার কেবল নাতিদেরই প্রাপ্ত হয়। ইনি তো হলেন অসীম জগতের বাবা, তাই না। সত্যযুগ ত্রেতাতে ভারতবাসীরা ২১ জন্ম অনেক সুখ ভোগ করেছে। তোমরা ৮৪র চক্রকে এখন বুঝে গেছো। বাবা বলছেন - আমি গাইড হয়ে এসেছি তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমরাই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে এসেছিলে। এখন লাস্টেও তোমরা আছো। পুনরায় তোমরাই সবার আগে মানুষ থেকে দেবতা হবে। দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাই ৮৪ জন্ম নেয়। তারপর নম্বরের ক্রমানুসারে সকলের জন্ম কম হতে থাকে। অন্যান্য ধর্মের আত্মাদের অবশ্যই কম জন্ম হবে। এখন সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম নেই। পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। তোমরা জানো যে ইব্রাহিম আবার কবে আসবে? যীশু খ্রীষ্ট কত সময় পর আসবে? ওয়ার্ল্ডের এই হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি মানুষই তো জানবে তাই না! বাবা বোঝাচ্ছেন - যখন সবাই পাপ আত্মা হয়ে যায়, তখন আমি এসে সবাইকে পূণ্য আত্মা বানাই। যারা কল্প পূর্বে হয়েছিলে, তাদেরই স্যাপলিং লাগাচ্ছি। সত্যযুগে ছিল এক ধর্ম। এখন কলিযুগে হল অনেক ধর্ম। এটা হল পতিত আত্মাদের জলসাঘর। সবাইকে পাবন বানানোর জন্য বাবা আসেন। তিনিই হলেন সকলের সদ্গতি দাতা। মায়া রাবণ দুর্গতি করায়, এইজন্য দেবতাদের সামনে গিয়ে গাইতে থাকে - আমার নির্গুণ শরীরে কোনও গুণ নেই। বাবা এসে পতিতদেরকে পাবন বানিয়ে দৈবীগুণসম্পন্ন বানাচ্ছেন। এখন তোমরা দৈবীগুণ ধারণ করছো। পুনরায় ভারতে দৈবী রাজ্য স্থাপন হবে। এখন এই দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে।

তোমরা হলে অসীম জগতের সন্ন্যাসী। তাদের হল পার্থিব জগতের বৈরাগ্য। এটা হল অসীম জগতের বৈরাগ্য। তোমরা সমগ্র পুরানো সৃষ্টিকে ভুলে নিজের বাবাকে স্মরণ করে উত্তরাধিকার নিচ্ছো। বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করলে সেই স্মরণ বা যোগাগ্নিতে বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপর তোমরা বিকর্মাজিৎ হতে পারবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে - যখন ৪-৫জন একসাথে আসে তখন আলাদা আলাদা ফর্ম পূরণ করাও। তাহলে বোঝা যাবে যে কে কোন্ ধর্মের? অনেক ধর্ম, অনেক মৎ আছে তাই না। দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মাদেরই তীর লাগবে। করাচিতে সর্বদাই আলাদা আলাদা করে বুঝিয়েছিলেন। ফর্ম পূরণের কায়াদাও জরুরী। ৭ দিন ভাট্টিতে তপ্ত হতে হবে কারণ মহা-রোগী হয়ে গেছে। (ভ্রমরীর উদাহরণ) তোমরা বাচ্চারা হলে ভ্রমরী। ভোঁ-ভোঁ করে নিজের সমান বানাতে হবে। দেবতা ধর্মের আত্মাদেরই স্যাপলিং লাগবে। বাচ্চাদেরকে যুক্তিও শিখতে হবে। বলো - সাতদিন যখন জ্ঞান বুঝবে তারপর সাক্ষাৎকার হবে, আর তোমাদের উপর রঙও তখন লাগবে। তোমরা সবাই হলে ব্রহ্মা কুমার-কুমারী। সাধারণ মানুষ এটাও জিজ্ঞেস করে না যে এত ব্রহ্মাকুমার -কুমারী কারা? আরে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তো অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীই বলবে তাই না। ক্রিমিনাল অ্যাসাল্ট হতে পারবে না। এটা হল রাজযোগ, গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজাদেরও রাজা বানাচ্ছি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার

আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বিকর্মাজীৎ হওয়ার জন্য সমগ্র পুরানো দুনিয়ার থেকে অসীম জগতের বৈরাগ্য করে, একে ভুলে গিয়ে বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

২) ভ্রমরীর মতো জ্ঞানের রঙ লাগানোর সেবা করতে হবে। যুক্তির সাহায্যে মহা-রোগীদেরকে নিরোগী, নাস্তিককে আস্তিক বানাতে হবে।

বরদানঃ- সদা সাক্ষী স্থিতিতে স্থিত হয়ে নির্লেপ অবস্থাকে অনুভবকারী সহজযোগী ভব

যারা দেহের সম্বন্ধ আর দেহ থেকে সাক্ষী অর্থাৎ পৃথক থাকে তারা এই পুরানো দুনিয়ার থেকেও সাক্ষী হয়ে যায়। তারা সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসে, সবকিছু দেখেও সদা পৃথক এবং প্রিয় থাকে। এই স্টেজই সহজযোগীর অনুভব করায়। একেই বলা হয় সাথে থেকেও নির্লেপ। আত্মা নির্লেপ নয়, কিন্তু আত্ম-অভিমানী স্টেজ হলো নির্লেপ অর্থাৎ মায়ার লেপ বা আকর্ষণ থেকে ঊর্ধ্বে। এইরকম স্থিতিতে যারা থাকে, তারা মায়ার আক্রমণ থেকে বেঁচে যায়।

স্লোগানঃ- শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার দ্বারা যারা সূক্ষ্ম সেবা করে, তারাই হল মহান আত্মা।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য -

❝ পরমাত্মা হলেন এক, বাদবাকি সবাই হলো মনুষ্য আত্মা ❞

এখন এটা তো সমগ্র দুনিয়ার মানুষ জানে যে পরমাত্মা হলেন এক, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান, জানীজাননহার (অর্থাৎ তিনি সবকিছুর জ্ঞাতা), এইভাবে তো সমগ্র দুনিয়ার মানুষ বলে যে আমরা হলাম পরমাত্মার সন্তান। পরমাত্মা হলেন এক, যদি কোনও ধর্মাত্মা থাকে তো সেও পরমাত্মাকে মান্য করে। সেও নিজেকে পরমাত্মার সন্দেশ বাহক (বার্তা বাহক)বলে পরিচয় দেয়, এইভাবেই পরমাত্ম সন্দেশ নিয়ে নিজের নিজের ধর্মের স্থাপনা করে। যেরকম গুরু নানক পরমাত্মার এত গুণগান করেছেন - এক ওম্কার সৎ নাম। এক ওম্কারের অর্থ হল - পরমাত্মা হলেন এক। সৎ নাম অর্থাৎ তাঁর নাম হল সত্য অর্থাৎ পরমাত্মার নাম রূপ দুই-ই আছে। তিনি হলেন অবিনাশী, অকালমূর্তিও আবার তিনি হলেন কর্তা পুরুষও, তার মানে তিনি নিজে অকর্তা হয়েও কিভাবে ব্রহ্মা তনের দ্বারা কর্তা পুরুষও হন। এখন এইসব মহিমা হল এক পরমাত্মার। এখন মানুষ এতকিছু বুঝেও পুনরায় বলে দেয় যে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। অহম্ আত্মা তথা পরমাত্মা, যদি সবাই পরমাত্মা হয়ে যায় তাহলে এক ওম্ কার... এই মহিমা কোন্ পরমাত্মার করে থাকে? এটাই প্রমাণ হয় যে পরমাত্মা হলেন এক।

২ - ❝ ডাইরেক্ট ঈশ্বরীয় জ্ঞানের দ্বারা সফলতা ❞

এই যে তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে, এই জ্ঞান ডাইরেক্ট জ্ঞান সাগর পরমাত্মার দ্বারাই প্রাপ্ত হচ্ছে। এই জ্ঞানকে আমরা ঈশ্বরীয় জ্ঞান বলে থাকি কেননা এই জ্ঞানের দ্বারাই মনুষ্য আদি মধ্য অন্ত সুখ পায় অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তর দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কর্মবন্ধনে আসে না এইজন্যই এই জ্ঞানকে অবিনাশী জ্ঞান বলা হয়ে থাকে। এখন এই জ্ঞান কেবল এক-ই অবিনাশী পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা আমাদের প্রাপ্ত হয় কেননা তিনি নিজেই হলেন অবিনাশী। বাদবাকি তো সকল মনুষ্য আত্মারা জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসে এইজন্য তাদের থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান আমাদেরকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারে না। এইজন্য তাদের জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান অথবা বিনাশী জ্ঞান বলা হয়। কিন্তু এই দেবতারা হলেন অমর, কেননা এনারা অবিনাশী পরমাত্মার দ্বারা অবিনাশী জ্ঞান প্রাপ্ত করেছেন, তো এর দ্বারা প্রমানিত হয় যে পরমাত্মা হলেন এক, তো তাঁর জ্ঞানও হল এক। এই জ্ঞান থেকে দুটি মুখ্য পয়েন্ট বুদ্ধিতে রাখতে হবে, এক তো এই বিকারী কলিযুগী সঙ্গদোষ থেকে দূর হতে হবে আর দ্বিতীয় কথা হলো ম্লেচ্ছ খাদ্য-পানীয় ইত্যাদির প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। এসবের থেকে সতর্ক থাকলে তবেই জীবনে সফলতা আসবে। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;